কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে আরও জানতে
স্ক্যান করুন QR কোডটি

প্রচারে: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অধীনে 'স্কিলস-২১' প্রকল্প

International Labour Organization

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

দুনিয়াজুড়ে যার দক্ষতা যত বেশি তার কাজের সুযোগও তত বেশি। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন যে কেউই হয়ে উঠতে পারেন দক্ষকর্মী। আর এই দক্ষতাভিত্তিক পেশায় চাকরি করে বা উদ্যোক্তা হয়ে অবদান রাখুন দেশের উন্নয়নে।

প্রচারে: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অধীনে 'স্কিলস-২১' প্রকল্প

International Labour Organization

কারিগরি
দক্ষতায়
সমৃদ্ধি

বাংলাদেশের তরুনদের এক-চতুর্থাংশ এখনও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কাজের বাইরে। এই তরুনদের অবিলম্বে মূল স্রোতে নিয়ে আসা দরকার। মহামারির আগে পরে যেসব তরুন শিক্ষার ছায়া থেকে ঝরে পড়েছিল, তাদেরও দ্রুত কর্মমূখী শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে। কারিগরি শিক্ষা বা দক্ষতা-প্রশিক্ষণকে সব পর্যায়ে সহজগম্য করে তুলতে হবে।

শুধু বিদেশে নয় দেশের ভেতরেও রয়েছে ব্যাপক কাজের হাতছানি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা জানা লোকের প্রয়োজন আছে এবং ভবিষ্যতেও লাগবে। তাই আমাদের এখনই উচিৎ দক্ষতা ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করা।

এই বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে 'স্কিলস ২১' প্রকল্প একটি প্রচার কর্মসূচী পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কারিগরি শিক্ষার বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরা। এই প্রকাশনাটি সহজভাষায় কারিগরি শিক্ষার বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

এই কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং অর্থায়ন করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

২০০৭ সালে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১ শতাংশ। সরকারের প্রচেষ্টা এবং কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বর্তমানে এ হার ১৭ শতাংশ।

বাংলাদেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯০টি, জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর অধীনে ৯৮টি সরকারি এবং প্রায় ৭০০০ বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূলত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী যেকোনো ধরনের কোর্স এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে করা যায়। কখন কারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে পারবেন এবার সেটা জেনে নেওয়া যাক।

টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)- যারা অষ্টম শ্রেনী পাশ করেছেন তারা ২ বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল এবং যারা এসএসসি পাশ করেছেন তারা ২ বছর মেয়াদী এইচএস সি ভোকেশনাল কোর্সে যেকোনো টিএসসিতে হতে পারবেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩৪টি টিএসসি রয়েছে। তবে এই কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সরকার আরও ৩২৯টি টিএসসি স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করার পর যেকোনো শিক্ষার্থীই চাইলে চারবছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। এর সঙ্গে সরকার আরও ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। চারটি বিভাগে মেয়েদের জন্য বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আরও নতুন ৪টির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আরো চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। এছাড়া ৫২৭টি রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন দ্বারা **NTVQF** কোর্সের মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- স্বল্পমেয়াদি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষন নিতে আগ্রহীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অন্তত অষ্টম শ্রেনী পাশ হতে হবে। চার মাস মেয়াদী এসব কোর্সে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষে দেওয়া হয় জাতীয় দক্ষতা মানসম্পন্ন সনদপত্র।

আরও তথ্যের জন্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট http://www.techedu.gov.bd/ দেখুন। সংযুক্ত হতে পারেন ফেসবুকে কারিগরি প্রতিভা নামে পেইজটিতে - https://www.facebook.com/Karigori. Protibha

কারিগরি
দক্ষতায়
সমৃদ্ধি।

সূচী

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কী?

দক্ষতা (Skills) কী ?

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক (NTVQF) কী?

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF)

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন (CBT&A)

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A)

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

সক্ষমতা ভিত্তিক মূল্যায়ণ

সক্ষমতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম

শিক্ষণবিশ বা Apprenticeship কী?

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) কি? এবং কেন দরকার?

রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) কী?

ই-ক্যাম্পাস কী?

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কী?

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ হল **Technical and Vocational Education and Training** বা **TVET;** যা বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের একটি ধারা, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে-

- চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা শেখানো হয়।
- কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীল হওয়ার পদ্ধতি শেখানো হয়।
- কর্মী ও কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

TVET সাধারনত আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং ইনফরমাল সকল ধরনের শিখন পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক হলো স্কুল, কলেজ বা ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি। অনানুষ্ঠানিক হলো প্রচলিত নয় যেমন ওয়ার্কশপ বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখানোর পদ্ধতি । আর আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে যখন কোন মানুষ কোনো কাজের মধ্যে যুক্ত থাকার কারনে বিশেষ কিছু শেখে বা দক্ষতা অর্জন করে তখন তাকে ইন-ফরমাল পদ্ধতি বলে। **TVET** এমন একটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে এই তিন ধরনের শিখন পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়।

কারিগরি
দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

দক্ষতা বা স্কিলস কী?

সাধারনত দক্ষতা বলতে হাতে-কলমে কাজ করতে পারার ক্ষমতাকে বোঝায়। যার অর্থ হলো কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ করে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মানসিক আচরণের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে কোন কাজ করতে পারার সক্ষমতা। সাধারনত একজন কর্মীর হাতে-কলমে কাজ থেকে শুরু করে বিচারিক বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
দক্ষতা হল একটি কাজ সম্পাদন করার সক্ষমতা। এর দুটি মাত্রা রয়েছে-

- দক্ষতা স্তর যা কাজের জটিলতা ও দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত
- দক্ষতা বিশেষীকরণ - যা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ক্ষেত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা এর সাথে কাজ করা হয়, সেইসাথে উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার প্রকার নির্ধারণ করে।

বর্তমান সময়ের কর্মসংস্থান হলো দক্ষতাভিত্তিক। যার দক্ষতা যত বেশি, তার কাজের সুযোগও তত বেশি। ভবিষ্যতে এমনটা আরও বাড়বে। তাই এখনই দক্ষ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক কী?

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তি মূলক যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক (**NTVQF**) হলো একটি কাঠামো, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রতিটি স্তরে স্বীকৃতির মাধ্যমে সনদ প্রদান করা হয়। **NTVQF** ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোটিতে যোগ্যতা মোট ছয়টি দক্ষতা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এই ফ্রেমওয়ার্কে আরও দুইটি প্রাক-কারিগরি স্তর আছে। যার মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠি, যারা আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার সুযোগ পায়নি এবং অক্ষরজ্ঞান বা গানিতিক হিসাবে দুর্বল, কিন্তু কোন একটি পেশায় হাতে কলমে কাজ করার সুবাদে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠেছে, তারাও কারিগরি খাতে সহজে প্রবেশের এবং স্বীকৃতির সুযোগ পেয়ে থাকে। পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর বা অল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় এই প্রাক-কারিগরি স্তর। **NTVQF** হলো বাংলাদেশ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সিস্টেমের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ।

স্তর	জ্ঞান	দক্ষতা	দায়িত্ব	চাকরির শ্রেণি এবং ধরণ
স্তর-৬ (লেভেল-৬)	একটি নির্দিষ্ট কর্ম ক্ষেত্রের বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও প্রকৃত জ্ঞান থাকা এবং একইসঙ্গে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।	জ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবহারিক দক্ষতার বিশেষায়িত ও সীমাবদ্ধ যা যেকোন উদ্ভুত সমস্যার সৃজনশীল সমাধান প্রদানে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।	- কর্মক্ষেত্রে একটি দল বা একাধিক দলকে পরিচালনা করা যেখানে যেকোন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা পরিবর্তন আসতে পারে। - দলের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ণের জন্য - দরকারি লার্নির প্রোগ্রাম চিহ্নিত করা ও ডিজাইন করা।	সুপারভাইজার /মিড লেভেল ম্যানেজার /সাব অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি
স্তর-৫	একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে গভীর ধারনা থাকা, মূলনীতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা ।	বিস্তৃত পরিসরে জ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা থাকা যা এক বা একাধিক বিষয়ে কোন বিশেষ সমস্যা হলে তার সমাধান বের করতে প্রয়োজন।	কর্মক্ষেত্রে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক দায়িত্ব গ্রহন। একই ধরনের সমস্যা সমাধানে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।	সুপারভাইজার/ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী (Highly Skilled Worker)
স্তর-৪	একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে মজবুত ধারনা থাকা, মূলনীতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা।	সমস্যা সমাধান করতে সঠিক পদ্ধতি, সরঞ্জাম, উপকরণ ও ইনফরমেশন বাছাই করা ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে কোন কাজকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা থাকা।	কর্মক্ষেত্রে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব গ্রহণ। -একই ধরনের সমস্যা সমাধানে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।	দক্ষ কর্মী (Skilled Worker)
স্তর-৩	একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে মাঝারি মাত্রার জ্ঞান থাকা ।	সম্পর্কযুক্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করা এবং সাধারন নীতিমালা ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে গতানুগতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা থাকা।	- সিদ্ধান্ত গ্রহনে কিছুটা স্বাধীনতাসহ কারও তত্ত্বাবধায়নে কাজ করা।	আধা-দক্ষ কর্মী (Semi-Skilled Worker)

স্তর	জ্ঞান	দক্ষতা	দায়িত্ব	চাকরির শ্রেণি এবং ধরণ
স্তর-২	কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্রের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে মজবুত জ্ঞান থাকা।	সাধারন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নূন্যতম দক্ষতা থাকা।	একটি কর্ম কাঠামোর মধ্যে কারও পরোক্ষ তত্ত্বাবধায়নে কাজ করা।	বেসিক দক্ষ কর্মী (Basic Skilled Worker)
স্তর-১	কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্রের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে মৌলিক ধারনা থাকা।	সাধারন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নূন্যতম দক্ষতা থাকা।	একটি কর্ম কাঠামোর মধ্যে কারও পরোক্ষ তত্ত্বাবধায়নে কাজ করা।	বেসিক কর্মী (Basic Worker)

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক **(NTVQF)** কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১। প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনে উন্নতির লক্ষ্যে **NTVQF** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরবর্তী ধাপগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

২। **NTVQF** এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশার যোগ্যতা স্তর গুলোকে তুলনা করে দেখতে পারে এবং কর্মজীবনে উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পথ চিহ্নিত করতে পারে।

৩। শিক্ষার্থীরা তাদের বর্তমান জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তার বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতি অথবা নতুন আরো ভালো চাকরির ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হয়। NTVQF এ বিষয়ে সহায়তা করে।

৪। **NTVQF** শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে কোন স্তর পর্যন্ত দক্ষতা অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

এখন জেনে নেয়া যাক এই NTVQF থেকে কারা সুবিধা পেতে পারে-

প্রশিক্ষণার্থী: মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার স্বীকৃতির বিধান থেকে উপকৃত হয় যার মাধ্যমে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে পারে।

শ্রমিক: যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক থেকে একটি পরিষ্কার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধাপগুলো পেয়ে শ্রমিকরা উপকৃত হয় যা তাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহন ও কর্মজীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে সহায়তা করে।

চাকরিদাতা: চাকরীদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্ডাস্ট্রির চাহিদামতো দক্ষ ও ইতিবাচক আচরণের কর্মীবাহিনী পেয়ে উপকৃত হয়। এদের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন বেড়ে যায়।

সমাজ: যেকোন কারিগরি পরিবর্তনে খুব দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারার মতো দক্ষ, শিক্ষিত ও গর্বিত কর্মীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকায় সমাজ উপকৃত হয়।

জাতি: একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী একই রকম ভাবে অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি লাভ করে যার মাধ্যমে গোটা জাতি লাভবান হয়।

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড হলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক সম্মত একটি মানদন্ড যেখানে কোন পেশার সাথে সক্ষমতার মাপকাঠি কী হবে এবং কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য দক্ষতা, জ্ঞান ও পদ্ধতি কেমন হবে তার বিস্তারিত বিবরণী থাকে। দক্ষতার কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরী করা প্রশিক্ষণ নথি যা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক এর স্তর অনুসারে পেশা ও কর্মসংস্থান তৈরী করা হয়। প্রত্যেক স্তরের জন্য আলাদা আলাদা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড পাওয়া যায়।

দক্ষতার মানদন্ড-কে তৈরী করা হয় একটি সুনির্দিষ্ট ছকে যা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বিষয়ে ধারনা দেয়।

যেমন:

- গতানুগতিক তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের বদলে কর্মক্ষেত্র উপযোগী কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ।
- এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে কোন ধরনের দক্ষতা, জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োজন।
- কী কী শর্তাবলী মেনে কর্মক্ষেত্রের প্রকৃত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনাকারীকে যাচাই করা যাবে।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) কী?

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) একটি সম্মত স্তরের ধারাবাহিকতায় দক্ষতা, জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ, শ্রেণীবিভাগ এবং স্বীকৃতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ডযুক্ত উপকরণ।

BNQF সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষাকে একত্রিত করে একটি সুসংগত মান-নিশ্চিত ব্যবস্থা। এটি পথ এবং সমতাকে সংজ্ঞায়িত করে, যা যোগ্যতার প্রবেশগম্যতা প্রদান করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা খাত এবং শ্রমবাজারের মধ্যে সহজে স্থানান্তর হতে সবাইকে সহায়তা করে।

BNQF এখন ধীরে ধীরে একটি গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর হবে।

আমাদের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা বা সক্ষমতার স্বীকৃত কোনো কাঠামো না থাকার কারনে, অনেকসময় আমাদের দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন দেশে-বিদেশে কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয় না। বৈশ্বিক মানের সঙ্গে ভারসাম্যের সীমাবদ্ধতা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আইএলও পরিচালিত স্কিলস-২১ প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে (BNQF) প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে (BNQF)-এর কাঠামো চূড়ান্তের কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১ সালে আইএলও ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার কারিগরি শিক্ষার জন্য যে কাঠামো তৈরি করেছিল, তার ভিত্তিতেই (BNQF)-এর কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সেই কাঠামোটি অবশ্য ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স উন্নয়ন নীতি-২০১১-তেও সংযুক্ত রয়েছে।

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

৩ জুন ২০২১ শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্কটি চূড়ান্ত করা হয়। গুণগত মান-ব্যবস্থা নির্ধারণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও আইনগত স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি পর্যায়ক্রমে কার্যকর করবার প্রক্রিয়া চলমান।

বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক মূলত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রূপরেখা- যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন, শ্রেণিবিন্যাস ও স্বীকৃতিকে সর্বসম্মতভাবে কয়েকটি আপেক্ষিক স্তরে সমন্বয় করা হয়েছে। এ কাঠামোর ১০টি স্তরে উচ্চশিক্ষা, সাধারণ, কারিগরি, মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থাও থাকছে। ফলে কেউ চাইলে একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে আরেকটিতে অর্জন অক্ষুন্ন রেখেই স্থানান্তরিত হতে পারবে। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে যেসব শিক্ষা, তার স্বীকৃতি ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগও নিশ্চিত করবে এ কাঠামোটি। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, সনদায়নের পাশাপাশি পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি এবং যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী স্থানান্তরের ব্যবস্থাও থাকবে।

এ জন্য থাকবে গুণমান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা- যা পুরোপুরি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদন্ডের আদলে নির্ধারিত।

১৮ নভেম্বর ২০২১ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা বিভাগ, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্কের রিপোর্টটি চূড়ান্ত হয়েছে মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদনের জন্য। অনুমোদনের পর এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A) কী ?

সক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন বা Competency Based Training and Assessment হলো একটি দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা যেখানে-

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- শ্রমবাজারে দক্ষতার প্রকৃত চাহিদা যাচাই করে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও যাচাই করা হয়।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক অংশীদারত্ব তৈরি করা হয়।
- প্রশিক্ষণ দেওয়া ও যাচাইয়ের প্রথাগত তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে পেছনে ফেলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী হাতে-কলমে কাজ করে দেখানো ও দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সংশিষ্ট পেশার সক্ষমতার মানদন্ডের ভিত্তিতে দক্ষতার অর্জন পরিমাপ করা হয়।
- দক্ষতা অর্জনের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়।
- প্রশিক্ষণকাল শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হয়।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা Competency Based Training (CBT) হলো যেটি সক্ষমতার মানদন্ড বা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি এমন একটি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে কোন একটি বিশেষ অকুপেশন বা অ্যাক্টিভিটি বা জব এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সক্ষমতা অর্জন করার লক্ষ্যে দক্ষতা, জ্ঞান এবং আচরন (স্কিল, নলেজ ও অ্যাটিটিউড)-কে কাজে লাগিয়ে হাতে কলমে কাজ শেখানোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সক্ষমতা ভিত্তিক মূল্যায়ন

সক্ষমতা ভিত্তিক অ্যাসেসমেন্ট বা Competency Based Assessment (CBA) হলো একটি দক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়া, যেখানে একজন স্বীকৃত শিল্প মূল্যায়নকারী কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় নির্দিষ্ট স্তরের যোগ্যতার মানদন্ড ধরে, প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে দক্ষতার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বা কম্পিটেন্সির জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বা পদ্ধতিকে আলাদা ভাবে যাচাই করা হয় এবং একজন অ্যাসেসর সংগৃহীত এভিডেন্সগুলো নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে প্রশিক্ষণার্থীকে পুরোপুরি, আংশিক অথবা নট ইয়েট কম্পিটেন্ট হিসেবে মূল্যায়ন করে।

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

সক্ষমতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম

সক্ষমতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম বা Competency Based Curriculum গতানুগতিক পাঠ্যক্রম থেকে ভিন্ন। এখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক বা বাস্তব জ্ঞানকে ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম তৈরি হয়। যা একজন শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে দিতে পারে। আর এই কারিকুলাম তৈরিতে প্রাধান্য দেওয়া হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে। প্রথমে সক্ষমতার মানদন্ড তৈরি করার পর তৈরি হয় কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম।

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

শিক্ষানবিস কী?

শিক্ষানবিস বা **Apprenticeship** হলো এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন চাকরিদাতা এক বা একাধিক ব্যাক্তিকে কাজে নিয়োজিত করার জন্য চুক্তি করে এবং তাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পদ্ধতিগতভাবে কোন একটি পেশায় নির্ধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে ঐ শিক্ষানবিস কর্মী নিয়মিত কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ হলো শ্রেণীকক্ষ প্রশিক্ষণ ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিতরূপ যেখানে একজন শিক্ষানবিশ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ চাকরিতে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে এবং একই সঙ্গে উপার্জন করতে থাকে। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের সুবিধা হলো, এর মাধ্যমে শেখার পাশাপাশি আয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন, একটি বিশেষ কাজে দক্ষ হওয়া, আত্মবিশ্বাস, অধিক উৎপাদনশীল, সার্বক্ষনিক সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধান এবং চাকরিতে নিয়মিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) কি এবং কেন দরকার?

বাংলাদেশে এক বিশাল জনগোষ্ঠি আছে যারা নিজ নিজ পেশায় অত্যন্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মী। কিন্তু দক্ষতা সনদ না থাকায় তাদেরকে কাগজে কলমে দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো সম্ভব হয়না। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মীবাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা ও শ্রমবাজারের সঠিক তথ্যর উপরে, যার উপর ভিত্তি করে সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমাণ উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে, হিসাবের বাইরে থাকা দক্ষ জনগোষ্ঠীকে যাচাই ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে প্রাক দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদানের পদ্ধতির সূচনা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই পূর্বে যেকোন ভাবে অর্জিত দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সনদায়ন করার যে পদ্ধতি তাকে বলে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি Recognition of Prior Learning। পূর্বে অর্জিত কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ বা কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীর দক্ষতাকে মুল্যায়ন করা ও মর্যাদা দেয়া হয় RPL এর মাধ্যমে। RPL হলো কারো বর্তমান দক্ষতা ও জ্ঞান-কে যাচাই করার একটি পদ্ধতি।

RPL কেন দরকার?

- বিদ্যমান দক্ষ জনগোষ্ঠীর দক্ষতার অবস্থা ও যোগ্যতার স্তর যাচাই করার জন্য এটি একটি খুব উপকারী পদ্ধতি ।
- এই স্বীকৃত সনদ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের দক্ষ কর্মীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা যায়।
- ব্যক্তিগতভাবে একজন সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজে সম্মান বৃদ্ধি, চাকরিতে পদোন্নতি, উচ্চ বেতন বা মজুরীসহ নানা ধরনের সুফল ভোগ করে ।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই

রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) কী?

Registered Training Organization (RTO) হলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা **BTEB** -এর অ্যাক্রিডিটেশন বা অনুমোদনপ্রাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোয়ালিফিকেশন এর উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয় ও অ্যাসেসমেন্ট গ্রহন করা হয়।

RTO হলো এমন এক ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিং প্রদান শেষে যাচাই করে নির্দিষ্ট অকুপেশনাল স্তরে সক্ষমতা অর্জনের বিবরনী প্রদান করা হয়। যা বাংলাদেশ ও বিদেশে সকল শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমানভাবে স্বীকৃত ও গ্রহনযোগ্য। কোন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যদি RTO হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চায় সেক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি কারিগরি মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, আসবাবপত্র, অবকাঠামো ইত্যাদিতে সক্ষমতা অর্জন করে নির্দিষ্ট অকুপেশনে অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়ার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করলে, বোর্ড ঐ প্রতিষ্ঠানে একজন প্রতিনিধি প্রেরন করে। পরিদর্শন শেষে যাচাই সাপেক্ষে সব কিছু ঠিক থাকলে বোর্ড সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ঐ অকুপেশনের জন্য রেজিস্টারড ট্রেনিং অগানাইজেশন (RTO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন অকুপেশনের জন্য আলাদাভাবে অনুমোদন নিতে হয়। প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পাওয়ার পর সিবিটি পদ্ধতিতে ট্রেনিং পরিচালনা করতে পারে এবং ট্রেনিং শেষে RTO, RPL পদ্ধতিতে অ্যাসেসমেন্ট আয়োজন করতে পারে।

ই-ক্যাম্পাস কী?

ILO-এর ইউরোপীয় ইউনিয়ন-অর্থায়নকৃত স্কিলস ২১ প্রকল্পটি ২০১৮ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষার মিশ্র শিক্ষা ব্যবস্থা (অনলাইন এবং অফলাইন) প্রণয়নের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ করছে। যা ই-ক্যাম্পাস নামে পরিচিত। মূলত ই-ক্যাম্পাস একটি অনলাইন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফরম।

এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা অনলাইনে বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা অনলাইনেই বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিতে পারবে। অনলাইন কোর্সগুলো বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল, লেকচার, গ্রাফিক্স, কুইজ এবং নোটের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষক-প্রশিক্ষকরাও নিজেরাই তাদের অনলাইন কোর্সগুলো নিজেই তৈরি করার সুযোগ পাবেন।

কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধি।

ই-ক্যাম্পসের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- সহজলভ্য ই-লার্নিং উপকরণ
- কোর্স তৈরি করা
- ভিডিও টিউটোরিয়াল
- অনলাইন ক্লাস পরিচালনা
- মূল্যায়ন করা ও সার্টিফিকেট প্রদান
- ক্লাসের বিষয়ে শিক্ষার্থী বা অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া প্রদান
- লাইভ আলোচনা
- মোবাইল ইন্টারেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম (কোর্সগুলো অ্যাক্সেস এবং ডাউনলোডের সুযোগ)

ই-ক্যাম্পাসে বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ই-লার্নিং উপকরণ বা অনলাইন কোর্স রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইলেক্ট্রিক্যাল, ওয়েল্ডিং, গ্রাফিক ডিজাইন, এবং টিচার্স ট্রেনিং (সিবিটিএন্ডএ লেভেল ৪)। বিভিন্ন TVET প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকরা এই কোর্সগুলো তৈরি করেছেন। যে কেউ একটি ই-ক্যাম্পাস অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তাতে অ্যাক্সেস করতে পারবে।

ই-ক্যাম্পাস ভিজিট করুন - https://ecampusvtti.itcilo.org/

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই